যুগান্তর

তারিখ 26 MAY 2003
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি নিয়ে চবি প্রশাসন বিপাকে

হামিদ উল্লাহ, চট্টগ্রাম ব্যুরো

বিগত বছরগুলোর বাজেটের সামগ্রিক ঘাটতি পূরণ এবং অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির যে পরামর্শ সরকার দিয়েছিল তার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বেকায়দায় পড়েছে। গত বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আয় ছিল দেড় কোটি টাকা। এবারের লক্ষ্যমাত্রায় তা উঠে এসেছে পাঁচ কোটি টাকায়। শিক্ষার্থীদের বেতন ফি থেকেই মূলত এর সবটুকু তুলে আনা হবে। প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, পাঁচ কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ আয় কিছুতেই সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের সামগ্রিক ঘাটতির পরিমাণ সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা।

গত বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের পরিমাণ ছিল ৪২ কোটি টাকা। এ বছর অভ্যন্তরীণ আয়সহ সরকারের কাছ থেকে আরও বেশি অর্থ বরাদ্দ পাওয়ার আশা করছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

এদিকে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা শিক্ষার্থীদের বেতন ফি থেকে আদায় করার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও ছাত্র ফেডারেশনের সমন্বয়ে প্রগতিশীল ছাত্রজোট এবং ইসলামী ছাত্রশিবির পৃথকভাবে আন্দোলন শুরু করেছে। এ বছর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভর্তি ফি, বেতন, সার্টিফিকেট ফিসহ সব ধরনের ফি প্রায় দ্বিগুণ করছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বারবার বলছে, ফি বাড়ানোর আপাতত বিকল্প নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ ভূমিই পাহাড়ি। এর বনজ সম্পদ বিক্রি করে অর্থ আয়ের কোন পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নেই। ক্যাম্পাসের ভেতরে ও আশপাশে যে অবৈধ দোকানপাট গড়ে উঠেছে তা থেকেও আয়ের পরিমাণ সামান্য। কর্মকর্তারা সমতল ভূমি দখল করে যে কলোনি বানিয়েছেন তাতে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহের কাজে বিশ্ববিদ্যালয় অনেক দিন ধরে ভর্তুকি দিয়ে আসছে। তবে বাসা ভাড়া বাবদ এসব কলোনির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে খুব অল্প অর্থ প্রশাসন ধার্য করেছে।